AUG. 0 3 1999

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... AUG. 0 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ......

ছাত্রবৃত্তির টাকা প্রদানে গড়িমসি

বাংলাদেশে সরকারীভাবে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তিপ্রাপ্তদের নির্দিষ্ট অঙ্কের কিছু টাকা দেয়া হয়ে থাকে। এ টাকা অনেক দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর খুবই উপকারে আসে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের এই পাওনা টাকা থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। যারা গত কয়েক বছর ধরে বৃত্তি পাচ্ছে তারা নানান রকম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। যেমন বৃত্তির টাকা তারা নিয়মিত পাচ্ছে না। সরকারী নিয়মানুসারে প্রতি ছয় মাস পর পর এই টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, ছয় মাস চলে গিয়ে আরও ছয় মাস গেলেও টাকা পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারী নিয়ম কেন মানা হচ্ছে না? আমরা যারা ১৯৯৬ সালে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতকার্য হয়েছি, ক' মাস পূর্বে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট পর্যন্ত পেয়েছি, ভর্তিও শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু বৃত্তির শেষ কিস্তির টাকাটা এখন পর্যন্ত পাইনি। তাই পত্রিকার মাধ্যমে এ দুর্ভোগ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। নিয়মানুযায়ী এ বছরের প্রথম দিকে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে টাকা পাওয়ার কথা। এখন আগস্ট মাস। এদিকে ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটও পাস হয়েছে। কিন্তু কোন হিল্লা হয়নি আমাদের এই টাকাগুলোর। এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকট প্রশ্ন, আমাদের এই টাকাগুলো কি সহসা দেয়া হবে? নাকি আরও ভোগান্তি পোহাতে হবে?

আমরা জানি, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের বেশিরভাগ লোকই দরিদ্র আর এই দরিদ্র ঘরের সন্তান, যারা গোবরে পদ্মফুল হিসাবে খ্যাত বা পরিচিত তারাও কিন্তু এই বৃত্তি পেয়ে থাকে। আর এই টাকাটা যদি এখন দেয়া হতো, তাহলে তো কলেজে ভর্তির সময় আমরা দুর্ভোগ থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পেতাম। এটা কারোরই অজানা নয় যে, একজন দরিদ্র পিতার পক্ষে এত টাকা যোগাড় করা যেমন কষ্টকর, তেমনই দুঃসাধ্যও। তাই আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মাসউদ পারভেজ মজুমদার বাপ্পি
গ্রাম+পোঃ বলাখাল, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।